চমেক অধ্যক্ষকে স্বপদে বহালে বিক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

চট্টগ্রাম ব্যুরো

৭ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৭ নভেম্বর ২০১৯ ০০:৫৮

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের (চমেক) অধ্যক্ষ পদে টানা দশ বছর আছেন ডা. সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর। গত মঙ্গলবার তাকে চমেকের ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন চমেকের শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যাপক ডা. শামীম হাসান। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের (পার-১) অধিশাখার উপসচিব মোহাম্মদ মোহসীন

উদ্দিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না শিক্ষার্থীরা। ডা. সেলিমকে স্বপদে পদে বহাল রাখতে গতকাল বুধবার ক্লাস বর্জন করে অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন তারা।

জানা গেছে, অধ্যক্ষ ডা. সেলিমকে বদলির প্রতিবাদে গতকাল সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বাদ দিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তারা নানারকম স্লোগান দেন। এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিক্ষোভকারীরা বলেন, সেলিম মোহাম্মদ স্যার একজন সৎ মানুষ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষার পরিবেশের জন্য তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ। কোনো ধরনের অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও তাকে কেন বদলি করা হবে? এ বদলি আদেশ প্রত্যাহার চান তারা।

পরে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কার্যালয়ে গিয়ে ডা. সেলিমকে পদ না ছাড়ার অনুরোধ জানান। এ সময় অধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের কোনো ধরনের আন্দোলন না করে শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। চমেক ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান বলেন, দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে যখন প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে সরানোর আন্দোলন চলছে, সেখানে চমেকে অধ্যক্ষের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। ১০ বছর ধরে যিনি একটি প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন তাকে সরিয়ে দিতে হবে কেন? আমরা স্যারের ষড়যন্ত্রমূলক বদলির আদেশ প্রত্যাহার চাই।

তবে সাধারণ অনেক শিক্ষার্থী আবার অভিযোগ করেছেন, ডা. সেলিম স্বপদে বহাল থাকতে নিজেই চমেক ছাত্রলীগের কর্মীদের দিয়ে এ বিক্ষোভ করিয়েছেন। আবু রায়হান নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমাদের পরীক্ষা ছিল। ছাত্রলীগের ছেলেরা আমাদের পরীক্ষা কক্ষে ঢুকতে দেয়নি। এখন জানি না, কবে এই পরীক্ষা হবে। সারাদেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য আসতে পারলে, আমাদের এখানে নতুন কেউ এলে ক্ষতি কোথায়? যারা আন্দোলন করছেন, তাদের অধিকাংশই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। নতুন অধ্যক্ষ এলে তারা সুবিধা করতে পারবেন না। তাই তারা স্যারকে পুনর্বহালের দাবি করছেন।

এ বিষয়ে অধ্যক্ষ ডা. সেলিম বলেন, যেখানে সব জায়গায় প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে সরানোর আন্দোলন হচ্ছে সেখানে আমাকে বহাল রাখতে অনুরোধ করছে শিক্ষার্থীরা। এটা অনেক বড় পাওয়া। মন্ত্রণালয় মনে করেছে আমাকে সরিয়ে দেবে; আমি সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন না করতে বলেছি। তারা সবাই ক্লাসে চলে গেছে। তবে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

advertisement